।। গদ্য শিক্ষাদানের পদ্ধতি ।।

বাংলা গদ্য শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য হল ছাত্রদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ছাত্রদের মধ্যে এমনভাবে পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে তোলা যাতে তারা বাংলা ভাষায় লেখা জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই প'ড়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়ার অভ্যাস ও লেখার অভ্যাস দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে পড়ার অভ্যাস আবার দু'রকমের হতে পারে—সরব পাঠের অভ্যাস এবং নীরব পাঠের অভ্যাস। বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণীতে সরব পাঠের উপর গুরুত্ব অরোপ করা হলেও ছাত্ররা যতই উঁচু শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই নীরব পাঠের অভ্যাস গঠনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়; কারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জীবনে নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বেশী। বাংলা ভাষায় লেখা গদ্য রচনা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা যেমন গদ্য শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য, তেমনি গদ্য রচনা পাঠ ক'রে তার সাহিত্যরস আস্বাদন করার ক্ষমতারও যাতে বিকাশ ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে লেখার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার জন্যও বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গী, বাক্য-গঠন পদ্ধতি, বাগ্‌ধারা, ব্যাকরণের নিয়মাবলী, শব্দভাণ্ডার, প্রভৃতির সঙ্গে তাদের পরিচিত

বাংলা গদ্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য

ক'রে তুলতে হবে এবং রচনা-শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে লিখে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

এখন বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় শিক্ষককে কি জাতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে ভাষা শিক্ষার দিক থেকে বিভিন্ন অসুবিধাগুলির কথা আলোচনা ক'রে তারপর সাহিত্যরস আস্বাদনের দিক থেকে কি কি অসুবিধা দেখা দেয় সে সম্পর্কে আমাদের বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। ভাষাশিক্ষার দিক থেকে বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় যে সব অসুবিধা দেখা দেয় সেগুলি হল— (১) ছাত্রেরা বাংলা ভাষায় কথা বলার সময় যে সব শব্দ ব্যবহার করে সেগুলির অধিকাংশই তদ্ভব শব্দ। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের গদ্যরচনাগুলির মধ্যে প্রচুর তৎসম শব্দ থাকে যেগুলির অধিকাংশই ছাত্রদের অজানা। এই তৎসম শব্দগুলি গদ্যরচনা পড়া এবং সেগুলির অর্থগ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষকের পক্ষে এই বাধা অপসারণ করা সহজসাধ্য হয় না। (২) পাঠ্য-পুস্তকে প্রাচীন লেখকদের যেসব গদ্য রচনা থাকে সেগুলির রচনারীতির সঙ্গে আধুনিক বাংলা গদ্যের রচনারীতির পার্থক্য এত বেশি যে ছাত্রদের কাছে ঐসব প্রাচীন লেখকদের গদ্যরচনা খুবই কঠিন বলে মনে হয় এবং তারা সেগুলি পাঠ করতে মোটেই আগ্রহ বোধ করে না। শিক্ষকের পক্ষে এইসব রচনার প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। (৩) দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে যে ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি অনুসৃত হয়, পুস্তকে ব্যবহৃত ভাষার বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। ফলে ছাত্রেরা গদ্য রচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের বাগ্‌ভঙ্গির অর্থ সব সময় বুঝতে পারে না এবং শিক্ষকও সেগুলি বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় অসুবিধা বোধ করেন। (৪) বাংলা ভাষা শিক্ষার সূচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের বর্ণ-ক্রম পদ্ধতির সাহায্যে অক্ষর পরিচয় করানো হয়; তারপর অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে বানান করে পড়ার এক ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস গ'ড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই বদ-অভ্যাসের ফলে ছাত্রেরা সঠিকভাবে সরব-পাঠ করতে পারে না। তাদের পড়ার মধ্যে উচ্চারণের ত্রুটি, যতি-স্থাপনের ত্রুটি, শব্দগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করার ত্রুটি, প্রভৃতি নানাবিধ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকের পক্ষে এই ত্রুটিগুলি দূর করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। (৫) নীরব পাঠের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ছাত্র গুণ-গুণ কিংবা ফিস্‌ফিস্ শব্দ না ক'রে পড়তে পারে না—কেউ কেউ আবার শব্দ না করলেও ঠোঁট নড়াতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, হয় ছাত্র মনঃসংযোগ করতে পারছে না কিংবা নীরব পাঠের গতি খুব মন্থর কিংবা নীরব পাঠের দ্বারা সে পঠিত বিষয় থেকে মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করতে পারছে না। এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ নীরব পাঠের অভ্যাস গঠিত হলে শিক্ষকের পক্ষে তা দূর করা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং গদ্যাংশ পড়াবার সময় দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

গদ্যাংশ পড়াবার অসুবিধা

এখন সাহিত্য রসাস্বাদনের দিক থেকে বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার কিরূপ অসুবিধা দেখা দেয় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ভাষা শিক্ষার শুরু থেকে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য এবং নানাকারণে বাংলা ভাষা অবহেলিত হওয়ার জন্য ছাত্রদের মধ্যে বাংলা ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। এরূপ অবস্থায় শিক্ষকের পক্ষে

ছাত্রদের কাছে সাহিত্যরস পরিবেশন করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কারণ সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য যে ন্যূনতম ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের তা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, অনেকসময় বাংলা পাঠ্যপুস্তকে এমন অনেক গদ্য রচনা থাকে যার মধ্যে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে ঐরূপ গদ্য রচনার প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার উপর পরীক্ষার ক্ষতিকারক চাপের ফলে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন কোন বিষয় শিখতে ছাত্রেরা মোটেই আগ্রহবোধ করে না। সেইজন্য কোন গদ্য রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্পর্কে শিক্ষকের বিশ্লেষণ শোনার চেয়ে ছাত্রদের কাছে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা আছে এমন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। চতুর্থতঃ, অনেক সময় বাংলা পাঠ্য-পুস্তকে এমন অনেক প্রবন্ধ থাকে যেগুলির অর্থ উপলব্ধি করার মত বিচারবুদ্ধির পরিপক্কতা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। এরূপক্ষেত্রে শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের ঐসব প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বোঝানো কিংবা তাদের কাছে সেগুলির আবেদন পৌঁছে দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়ে সাহিত্যরসাস্বাদন করা যায় এমনভাবে বাংলা গদ্যাংশ শিক্ষাদানের উপযুক্ত সুযোগ এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে; গদ্যরচনা পাঠ ক'রে তা থেকে সাহিত্যরস আস্বাদন করার জন্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত গদ্যাংশ ছাড়াও ছাত্রেরা যাতে তাদের মান অনুযায়ী পাঠাগার থেকে প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্যরচনা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, গল্প-প্রবন্ধ-ডায়েরী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার অভ্যাস গঠন, প্রভৃতির সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এসবের সুযোগ পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি দূর ক'রে বাংলা গদ্যশিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট সরস ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন ঃ—

গদ্যশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

(১) যে গদ্যাংশটি ছাত্রদের পড়ানো হবে সেটি সম্পর্কে ছাত্রদের মনে যাতে উপযুক্ত আগ্রহের সঞ্চার হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য গদ্যরচনা নির্বাচন করার সময় ছাত্রদের চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব গদ্যরচনার বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক, সহজবোধ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে।

(৩) বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এইজাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে ছাত্রেরা গদ্যরচনা পাঠ করতে আগ্রহবোধ করবে এবং গদ্যরচনার রসাস্বাদন করতে সক্ষম হবে। এরসঙ্গে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ও ব্ল্যাকবোর্ডের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে।

(৪) বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যেসব গদ্যরচনা নির্বাচিত হবে সেগুলিতে যাতে বহুলপ্রচলিত শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব রচনার প্রকাশভঙ্গী সহজ, সরল এবং সাবলীল হবে। তাছাড়া এই রচনাগুলি যাতে সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৫) ছাত্রেরা যাতে সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্যরচনার প্রকৃত রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়

তারজন্য বিদ্যালয়ে অভিনয়, বিতর্ক, আনন্দপঠন, সাহিত্য-আলোচনা, পাঠচক্র, স্বরচিত গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী পাঠ, প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রচলন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) বর্তমানে ভাষা শিক্ষার উপর পরীক্ষা-ব্যবস্থার যে ক্ষতিকারক প্রভাব কাজ করছে তা দূর করতে হবে।

(৭) ছাত্রদের মধ্যে সরব ও নীরব পাঠের অভ্যাস এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সরব পাঠের সময় ছাত্রেরা যেন স্পষ্ট ও নির্ভুল বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার, যতি চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিরাম-গ্রহণ এবং অর্থপ্রকাশকভাবে একাধিক শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে; আর নীরব পাঠের সময় তারা যেন চোখ বুলিয়ে দ্রুতগতিতে পাঠ্য -বিষয়ের মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করতে পারে।

(৮) ছাত্রেরা যাতে পাঠাগারের সাহায্য গ্রহণ ক'রে সৎ সাহিত্য পাঠ করার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে, তা থেকে আনন্দ লাভ করতে এবং তাতে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণের দ্বারা তাদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে উৎসাহী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৯) বাংলা গদ্যশিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট সরস ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলার জন্য শিক্ষককে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

।। অনুশীলনী।।

১। 'কিশলয়' হইতে 'পাঠ সংকলন' পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে গদ্যাংশে কি ধরনের গল্প বা কথাকাহিনী সাধারণতঃ পাওয়া যায়? বিভিন্ন নামে ইহাদের অভিহিত করিবার কারণ কি? কোন্ ধরনের গল্প কোন্ বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী বলিয়া মনে করেন?
[B. U. B. T. 1965]

২। ছাত্রদের পঠন-শক্তি বিকাশের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি বিবৃত করুন। [N.B. U. B. T. 1969]

৩। কবিতা ও গদ্য পড়াইবার পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করুন। [C. U. B. T. 1960]

৪। গদ্য ও পদ্যের পড়ানোর রীতির তুলনামূলক আলোচনা করুন (সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত সহ)।
[P. G. B. T. 1977]

৫। গদ্য-পাঠের উদ্দেশ্য কি? গদ্য-পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করুন। [C. U. B. Ed. 1983]

৬। বাংলা গদ্যশিক্ষার কার্যকারিতা বিবৃত করুন। কিভাবে শেখালে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সু-উপলব্ধি সম্ভব? [N. B. U. B. Ed. 1985]

৭। গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্য কী কী? গদ্য পাঠদানের সমস্যা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। [V. U. B. Ed. 2001]